কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
তারিখ ঃ ৭ আগস্ট ২০১০

ড. আতিউর রহমান
গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

আজ শোকের মাসের ৭ম দিন । জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার কথা শুরু করছি । কৃষি ও কৃষকের জন্যে অন্তপ্রাণ বঙ্গবন্ধুর ভাবনার আলোকে বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশলকে কৃষি ও কৃষক বান্ধব করার প্রয়োজন অস্বীকার করার উপায় নেই । কৃষি প্রধান বাংলাদেশে কৃষিবিদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । তাইতো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের কৃষকদের আধুনিক কৃষি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে নিজের ছেলে রথীন্দ্রনাথকে অক্সফোর্ড বা ক্যামব্রীজ এ না পাঠিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (যা তখনকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বা বর্তমানের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক পশ্চাৎপদ ছিল) ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহনের জন্য । শুধু কবিপুত্র নয়, তিনি তাঁর জামাতা ও এক বন্ধু পুত্রকেও পাঠিয়েছিলেন । কবি বিশ্বাস করতেন, প্রায় ৯০ ভাগ কৃষকের এই উপমহাদেশের প্রয়োজন বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি উন্নয়ন । তিনি বলতেন, ভারতীয়দের অক্সফোর্ডে 'উন্নত ভদ্রলোক' হওয়ার চেয়ে ইলিনয়তে 'উন্নত কৃষক' হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন । বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি পদ্ধতি প্রবর্তনে কলের লাঙ্গল ব্যবহারের কথা বলেছেন । আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য পতিসরে ৭টি বিদেশী কলের লাঙ্গল আনেন কলকাতা থেকে । আমেরিকা থেকে কৃষি বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি শেষে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ পতিসরে আসেন; ক্ষেতে ট্রাক্টর চালান; আধুনিক কৃষি খামার প্রতিষ্ঠায় কৃষকদের উৎসাহিত করেন । কৃষকের প্রচলিত জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে কৃষি বিজ্ঞানীদের সক্রিয় ভূমিকা রাখার পক্ষে ছিলেন তিনি ।

একইভাবে বাংলাদেশের উচ্চতর কৃষি শিক্ষার পথিকৃৎ ও প্রধান বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তোমরা যারা কৃতিত্বের সাথে শিক্ষা সমাপন করেছো দেশ তাদের জন্যে গর্বিত । আমার বিশ্বাস, উন্নত গবেষণা ও প্রযুক্তির সংমিশ্রনের মাধ্যমে এই সম্ভাবনাময় তরুণ কৃষিবিদরাই আগামীতে দেশের কৃষিভিত্তিক শিল্পায়নে অগ্রনী ভূমিকা রাখবে । আমাদের প্রয়োজন উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর cost-reducing কৃষি উৎপাদন কৌশল । আমাদের প্রয়োজন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট নানা প্রতিকূলতা সহনীয় কৃষির; প্রয়োজন খরা ও লবনাক্ততা সহ্য করা কৃষির । আরো দরকার বেশী উৎপাদনশীল বহুমুখী কৃষির । আমার তাই মৎস্য Poultry, livestock, horticulture সহ বহুমাত্রিক কৃষির উন্নয়ন চাই । চাই transplanting, harvestingসহ অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যাপক প্রসার । রবীঠাকুর বলেছিলেন, 'মনে রাখা চাই, প্রকৃতির দান আর মানুষের জ্ঞান এই দুয়ে মিলেই সভ্যতা' । তাই আজকের তরুণ এইসব মেধাবী কৃষিবিদদের প্রতি আমার উদাত্ত আহবান আপনাদের অর্জিত জ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে সমৃদ্ধ কৃষি গবেষণা করে বাংলাদেশকে

বিশ্বের দরবারে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে এগিয়ে আসুন । আপনারা সবাই জানেন, বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি পাটের জীবন রহস্য (Genome sequencing) আবিষ্কার করেছেন যা পাট চাষের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে । বিজ্ঞানভিত্তিক এমন গবেষণা কৃষির অন্যান্য পরিসরেও হতে পারে । শুধু গবেষণা করে ক্ষান্ত হলে চলবে না । প্রয়োজন গবেষণালব্ধ ফলাফলগুলোর বাস্তব প্রয়োগের । সে জন্যে পর্যাপ্ত উদ্যোক্তা তৈরীরও বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে । আশাকরি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সেদিকেও অধিক নজর দেবে । এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত সহযোগীর ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে আসবে বলে আমি প্রত্যাশা করছি ।

শিক্ষা হলো স্বাধীন মানুষ হবার হাতিয়ার; স্ব-শিক্ষিত ও আলোকিত একজন মানুষ বুকে ধারন করে নিজের শেকড় আর স্বদেশ প্রেম । বড়ই অনুতাপের বিষয় এই যে, বিশ্বায়নের বর্তমান সময়ে শিক্ষা ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে । তাইতো কবিগুরু বলেছিলেন শিক্ষার মত শ্রেষ্ঠ জিনিস খোলা বাজারে 'হুইম' বা মতিগতির ওপর ছেড়ে দেয়া যায় না । তাঁর ভাষায়,

"আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিসকে টাকা দিয়া কিনিয়া বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি না; তাহা স্নেহ ভক্তির দ্বারাই আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি; তাহাই মনুষ্যত্বের পাকযন্ত্রের জারকরস, তাহাই জৈব সামগ্রীক জীবনের সঙ্গে সম্মিলিত করিতে পারে । বর্তমান কালে আমাদের দেশের শিক্ষায় সেই গুরুর জীবনই সকলের চেয়ে অত্যাবশ্যক হইয়াছে ।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খন্ড পৃ. ৬৯৮-৯৯)

আমি আশা করি আপনাদের মতো তরুণ মেধাবী কৃষি বিজ্ঞানীরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও দেশের মানুষের জন্যে নিবেদিত থাকবেন এবং নতুন নতুন স্বদেশীয় উন্নয়ন কৌশল উদ্ভাবন করে স্বল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে রূপায়নে নিরন্তর কাজ করে যাবেন । অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তিসম্পন্ন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার স্বপ্ন নিয়ে ক্ষমতাসীন বর্তমান সরকারের 'ভিশন-২০২১' বাস্তবায়নে একটি আধুনিক আর্থিক খাত বিনির্মানে বাংলাদেশ ব্যাংক পাঁচ বছর মেয়াদী (২০১০-১৪) কৌশলগত পরিকল্পনা ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছে যার মূল লক্ষ্য বঞ্চিত মানুষের দোরগোড়ায় আর্থিক সেবা পৌঁছে দেয়া ।

দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল দায়িত্ব হলো মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, অর্থনীতিতে ঋণ প্রবাহের গতিধারা সুনিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় স্বার্থে উৎপাদনশীল সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা (বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২, সংশোধিত ২০০৩) । একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক ও পরিবেশ-বান্ধব টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক বর্তমান সময়ে সংকুলানধর্মী (accommodative) ও বাস্তবানুগ (pragmatic) মুদ্রানীতি ভঙ্গি অনুসরণ করছে। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসার কৌশলগত পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে । তারই অংশ হিসেবে কৃষি, এসএমই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী যেমন সৌর শক্তি, বায়োগ্যাস ইত্যাদি

খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম চালু করেছে । দেশের প্রত্যন্ত জনপদে আর্থিক সেবা পৌছানোর জন্য আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংক, ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা ও মোবাইল ফোন কোম্পানীর মধ্যে অংশীদারিত্বমূলক cost-effective নতুন নতুন সৃজনশীল সেবা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । তাছাড়া, ব্যাংকগুলোর মানবিক ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারণে সিএসআর (corporate social responsibility) কর্মসূচীর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে । মূলতঃ সুবিধে বঞ্চিত মানুষের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টিসহ নানামাত্রিক সামাজিক দায়-বদ্ধ কর্মকান্ডের দিকে নজর দেবার জন্যে ব্যাংকগুলোর মন বদলের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের বিচক্ষণ মুদ্রানীতি, উৎপাদনশীল খাত বিশেষ করে কৃষি, এসএমই খাতে পর্যাপ্ত ঋণের প্রবাহ, দক্ষভাবে আর্থিক খাতের তদারকি, ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানিমূখী শিল্পে সরকারের সময়োপযোগী প্রণোদনা প্যাকেজ ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি (social safety net) সম্প্রসারণের কারণে বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বিশ্বমন্দার ক্ষতিকর প্রভাব কম পড়েছে; যদিও মন্দাগ্রস্ত পশ্চিমা রপ্তানী বাজারে চাহিদা দুর্বলতার কারণে দেশের রপ্তানী আয়ে কিছু সময় নিম্নগতি বিরাজমান ছিল । তবে উল্লেখিত পদক্ষেপসমূহের কল্যাণে দেশের অভ্যন্তরীণ জোরালো চাহিদা পরিস্থিতি বিরাজমান থাকায় সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকগুলো সন্তোষজনক ছিল । এর প্রমাণ মিলেছে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক রেটিং এজেন্সি কর্তৃক অর্জিত বাংলাদেশের ভালো রেটিং প্রাপ্তি ।

যে সকল দেশ বৈশ্বিক মন্দা মোকাবিলায় অধিকতর সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে বাংলাদেশ তাদের অন্যতম । পশ্চিমা বিশ্বের বাজারে সৃষ্ট চাহিদা দূর্বলতার প্রেক্ষাপটে চীন, ভারত, ব্রাজিল ও ইন্দোনেশিয়ার মতো বাংলাদেশও মন্দা মোকাবিলায় সফল হয়েছে । বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনে সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির কারণে দেশের অভ্যন্তরে চাহিদা পরিস্থিতি জোরালো থাকায় বিশ্বমন্দা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তেমন আঁচড় কাটতে পারেনি । বিপুল জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীন বাজারে চাহিদার জোরালো পরিস্থিতি বজায় থেকেছে, অন্যদিকে দেশজ চাহিদার সাথে যোগানের সঙ্গতি রাখতে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনশীল খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করা হয়েছে । ফলে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উৎপাদন যেমন বেড়েছে তেমনি কর্মসংস্থানও হয়েছে । তাছাড়া, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারণের কারণে সুবিধা বঞ্চিত মানুষকে আর্থিক সেবার অন্তর্ভূক্তকরণ সম্ভব হয়েছে । তদুপরি, প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের নিবিড় প্রবাহ অব্যাহত থাকে । এ সব কারণে মানুষের আয় রোজগার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে । সামগ্রিক বিচারে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে ভারসাম্য অবস্থা বিরাজ করেছে । তাই এই ভয়াবহ মন্দা পরিস্থিতিতেও জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারে মন্দাপূর্ব বছরগুলোর ন্যায় ৬ শতাংশের আশেপাশের ধারাবাহিকতা বজায় থেকেছে । সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে (২০০৯-১০) জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের মতোই হবে । জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাতের সংকট কাটিয়ে উঠতে পারলে সামনের বছর গুলোতে প্রবৃদ্ধির হার আশাকরি অনেকটাই বেড়ে যাবে ।

সরকারের দরিদ্রবান্ধব কৃষিনীতির সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ ব্যাংক খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্যে কৃষিখাতকে অগ্রাধিকার দিয়েছে । খাদ্য নিরাপত্তা কতোটা জরুরী তা আমরা

২০০৭-০৮ এ টের পেয়েছি । ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বর্তমান অর্থবছরের (২০১০-১১) জন্যে কৃষিখাতে ১২ হাজার ৬ শত কোটি টাকা ঋণ বিতরনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কৃষিঋণ নীতিমালা ঘোষণা করা হয়েছে । পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন খাতে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ডের সম্প্রসারণ করে গ্রামীণ অর্থনীতি পুর্নজাগরনই এর লক্ষ্য । নীতিমালায় শস্য উপ-খাত ছাড়াও কৃষির অন্যান্য উপ-খাত যেমন মৎস্য, প্রাণিসম্পদ (গবাদি পশু, পোল্ট্রি ইত্যাদি), সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে । তাছাড়া, অঞ্চলভিত্তিক ফসল উৎপাদন অর্থাৎ 'এরিয়া এপ্রোচ' পদ্ধতি অনুসরণ করে যে এলাকায় যে ফসল ভালো উৎপাদন হয় সেই খাতে কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে । প্রকৃত ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষীরা যাতে সহজে ও সময়মত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ পায় সেজন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শিক্ষক ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে কৃষি ঋণ বিতরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে । অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ও উপেক্ষিত এলাকায় (যেমন- চর, হাওড়, উপকূলীয় এলাকা ইত্যাদি) কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে । কৃষির পাশাপাশি অন্যান্য আয় উৎসারী কর্মকান্ড ও দারিদ্র্য বিমোচন খাতে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও গ্রামীণ অর্থনীতির পুর্নজাগরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ।

এ বছর কৃষি ঋণ বিতরণের জন্যে নতুন নতুন ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । যেমন-কমলা, আগর, স্ট্রবেরি, পান, মধু লবন চাষ ইত্যাদি খাতে ঋণ দেয়ার পাশাপাশি টিস্যু কালচার, নার্সারী স্থাপন, তাঁত, রেশম, তুলা চাষ, মাশরুম, উচ্চমূল্য ফসল (সবজি, ফল, মসলা, সুগন্ধি চাল ইত্যাদি), সমন্বিত গরু পালন, পোল্ট্রি, ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র, সৌরশক্তিচালিত সেচ যন্ত্র ক্রয়, উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার সরঞ্জাম ক্রয়, শস্য/ফসল গুদাম ও বাজারজাতকরণসহ বিভিন্ন খাতে ঋণ দেয়ার জন্যে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে । সম্প্রতি পাটের জীবন রহস্য আবিষ্কৃত হয়েছে; পাট চাষের ক্ষেত্রে এই যে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে তাতে প্রণোদনা দেয়ার জন্যেও সরকার উদ্যোগ গ্রহন করেছে । প্রণীত কৃষি ঋণ নীতিমালাতেও পাট চাষের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে । নীতিমালায় গ্রামীণ অর্থায়ন, মহিলা এবং প্রতিবন্ধীদের ঋণ প্রদান, সমাজের অনগ্রসর ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মাঝে ঋণ সম্প্রসারণের জন্যে তাগিদ দেয়া হয়েছে ।

সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্যে আলু, ডাল, তৈলবীজজাত খাদ্য, মসলা জাতীয় ফসল, ভুট্টা ইত্যাদি উৎপাদন জনপ্রিয় করার জন্যে শস্য বহুমুখীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । দেশে প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন সে অনুযায়ী যথেষ্ট নয় বিধায় আমদানি বাবদ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে । এ ধরনের আমদানি-নির্ভর ফসল চাষকে উৎসাহ দিতে সরকার ঘোষিত রেয়াতী (২%) হার সুদে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও প্রচারের অভাবে এ খাতে যথেষ্ট ঋণ বিতরণ হয়নি । বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকের প্রচারণা বৃদ্ধির ফলে বিগত অর্থবছরে এ খাতে ১২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে । নতুন নীতিমালায় রেয়াতী (২%) হার সুদে ঋণ বিতরণের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে । উপরন্তু, এ খাতে ২% হারে

ঋণ বিতরণের বিপরীতে ব্যাংকগুলো যাতে দ্রুত ভর্তুকি সুবিধা পায় এ জন্যে সম্প্রতি ভর্তুকি প্রাপ্তির ব্যবস্থা সহজীকরণ করা হয়েছে । আশা করি, এ খাতে আগ্রহী কৃষকদের মাঝে বর্তমান বছরে বেশি পরিমাণে ঋণ বিতরণ করা সম্ভব হবে ।

কৃষিঋণ প্রাপ্তি ও সরকারের দেয়া কৃষি উপকরন ভর্তূকি গ্রহনে হয়রানি বন্ধে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহে ১০/- টাকার বিনিময়ে কৃষকদের জন্য একাউন্ট খোলা হয়েছে । এর ফলে কৃষকরা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে কৃষিঋণ, উপকরণ ভর্তুকি ইত্যাদি সরাসরি পেয়েছে । ইতিমধ্যে ৮৮ লক্ষ ৭০ হাজার কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়েছে । তাছাড়া এই প্রথমবারের মতো বর্গাচাষীদের ঋণ দেয়ার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস থেকে ৫০০ কোটি টাকার একটি নতুন রি-ফাইন্যান্স স্কীম চালু করা হয়েছে । জুন ২০১০ পর্যন্ত উক্ত চাষীদের জন্যে ১০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল । সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী জুলাই ২০১০ নাগাদ প্রায় ৮০ হাজার বর্গাচাষীকে ৯০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে । একটি বেসরকারি সংস্থাকে সঙ্গে নিয়ে উদ্ভাবনীমূলক এ কর্মসূচির মাধ্যমে এ দেশের সবচেয়ে উপেক্ষিত কৃষককূলকে আর্থিক সেবায় যুক্ত করা একটি বড় ধরনের অগ্রগতি বলে আমরা মনে করি । এই কৃষকদের ঋণ দেয়ার পাশাপাশি কৃষি বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে । এছাড়া, প্রচলিত বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচির আওতায় ব্যাংকগুলো ৩ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গাচাষীকে প্রায় ৪২২ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করেছে ।

কৃষি উন্নয়নে সেচ ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । সেচের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ অথবা ডিজেল অপরিহার্য জ্বালানী । কিন্তু, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে সরকারের ত্বরিৎ এবং বিভিন্ন মেয়াদি নানামূখী উদ্যোগ ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও এ সমস্ত উদ্যোগের সফলতা পেতে আরো কিছু সময়ের প্রয়োজন । এছাড়া, জ্বালানী হিসেবে ডিজেলের উচ্চমূল্যের বিষয়টিও আপনাদের সকলের জানা রয়েছে । পক্ষান্তরে, সৌর শক্তির মাধ্যমে সেচ প্রদানের এ ব্যবস্থা একদিকে জাতীয় গ্রিডের ওপর চাহিদার চাপ লাঘব করবে এবং সৌরশক্তি নির্ভর সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থিত পানি বা surface water ব্যবহার করা হবে বলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে । সেজন্যে সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্র ক্রয়ে ঋণ প্রদানের বিষয়টি নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । উল্লেখ্য যে, সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্র প্রায় ২০ বছর ব্যবহার করা যায় । ফলে প্রাথমিক ব্যয় কিছুটা বেশি হলেও প্রকৃত অর্থে তা ব্যয় সাশ্রয়ী । বিশেষ করে দক্ষিণ বাংলায় এখনও এক ফসলি জমিই বেশি বলে এই সেচ পদ্ধতি অনেকটাই প্রাসঙ্গিক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস । ইতিমধ্যে আমি উপকূলীয় জেলা বরগুনায় কৃষি কাজে সোলার ইরিগেশন সিস্টেমের উদ্বোধন করে এসেছি ।

পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতে বাংলাদেশ ব্যাংক **'গ্রিন ব্যাংকিং'** কার্যক্রমের আওতায় নিজস্ব উৎস থেকে প্রাথমিকভাবে ২০০ কোটি টাকার একটি রি-ফাইন্যান্স স্কীম চালু করেছে । ফলে সৌর শক্তি ও পরিবেশবান্ধব বিকল্প জ্বালানী ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও গ্যাস ঘাটতি মোকাবিলায় ব্যাংকগুলো সহজ শর্তে সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস এবং বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট খাতে ঋণ প্রদান করছে ।

ব্যাংকিং সেবায় মানবিক ধারনার অন্তর্ভূক্তিকরণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ব্যাংকগুলোকে প্রতিবন্ধী, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, দুস্থ ও অসহায় মানুষের জন্য সিএসআর (Corporate Social Responsibility) এর আওতায় আর্থিক সাহায্য/ সেবা সম্প্রসারণের তাগিদ দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ব্যক্তি খাতের ব্যাংক এ ব্যাপারে কর্মসূচি চালু করেছে। ব্যাংকগুলো কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অনুসরণের জন্যে Corporate Social Responsibility (CSR) guidelines ইস্যু করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত কৃষিবিজ্ঞানীদের ল্যাব সুবিধাসহ গবেষণায় সহযোগিতার জন্যে ব্যাংকগুলো তাদের CSR কর্মসূচীকে প্রসারিত করতে পারে।

কৃষক-শ্রমিক ও মেহনতি মানুষদের সম্পৃক্ত করে ব্যাপকভিত্তিক (ইনক্লুসিভ) উন্নয়ন নিশ্চিতই আমাদের স্বপ্ন। তবে, এখনও দেশের প্রায় এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-পঞ্চমাংশ জনগোষ্ঠী আর্থিক সেবা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। সে জন্য ব্যাংক, সমবায় ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান এর আর্থিক সেবায় আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি সমৃদ্ধ cost-saving কৌশল উদ্ভাবন প্রয়োজন, যাতে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে বিরাজমান ব্যবধানটা কমে আসে।

এ কথা ঠিক যে, আর্থিক অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সবার জন্য একবারেই নিশ্চিত হয়ে যাবে এমন নয়। প্রাকৃতিক কিংবা মানবসৃষ্ট নানাবিধ বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী প্রায়শঃই দুর্ভোগের শিকার হয়। এমনকি দারিদ্রের সংজ্ঞাও একটি তুলনামূলক বিষয়। একটি স্বচ্ছল সমাজেও বিরাজমান অতিমাত্রার অসাম্য সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের সামাজিক ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণেই এমনকি উন্নত অর্থনীতিতেও সামাজিক নীতি কাঠামোতে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

তবে, সাধারণ মানুষ আজ অনুধাবন করতে পেরেছে যে, আর্থিক সেবা এখন আর তাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে নয়। এ কথাটি মানতেই হবে যে, মানুষের মনে এ আশা জাগানিয়া কর্মকান্ডের সাথে নিজেকে গভীরভাবে জড়াতে পেরে আমি বেশ খানিকটা তৃপ্ত। তবে আরো অনেকটা পথ আমাদের পাড়ি দিতে হবে। সার্বিকভাবে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো দরিদ্র-সহায়ক না করা গেলে দারিদ্র্য নিরসনে পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। তবুও আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে অপেক্ষাকৃত বঞ্চিতদের জন্যে কি করে ভরসার পরিবেশ তৈরী করা যায়; কি করে তাদের আয় রোজগার বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। কবি গুরুর ভাষায়,

"সকল দেশেই গরিব বেশি, ধনী কম। তাই যদি হয় তবে কোন দেশকে বিশেষ করিয়া গরিব বলিব। এ কথার জবাব এই, যে দেশে গরিবের পক্ষে রোজগার করিবার উপায় অল্প, রাস্তা বন্ধ। যে দেশে গরিব ধনী হইবার ভরসা রাখে সে দেশে সেই ভরসাই একটা মস্ত ধন। আমাদের দেশে টাকার অভাব আছে, এ কথা বলিলে সবটা বলা হয় না। আসল কথা, আমাদের দেশে ভরসার অভাব। .... এ জন্যই আমাদের

দেশে সকলের চেয়ে দরকার, হাতে ভিক্ষা তুলিয়া দেয়া নয়, মনে ভরসা দেয়া।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড পৃ. ৩১৩)

আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ার এই মৌল আকাংখা রূপায়নে নিঃসন্দেহে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস । আমি জানতে পেরেছি আর ক'দিন পরই বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবময় ৫০ বর্ষে পদার্পন করতে যাচ্ছে । এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ বিগত দিনের ধারাবাহিকতা ধরে রেখে আগত দিনের কৃষি ও গ্রাম উন্নয়নের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার জন্যে নিজেদের উপযুক্তভাবে গড়ে তুলবে এবং দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে এই আমার প্রত্যাশা ।